পরিশিষ্ট - ২

জয়িতা ফাউন্ডেশন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
কনকর্ড রয়্যাল কোর্ট (৬ষ্ঠ তলা), বাড়ি নং-৪০
রোড-২৭ (পুরাতন), ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা-১২০৯

দেশের নারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন ও তাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতির অনুকূলে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে গঠিত রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড এর আওতায় ৪৯.৯২ (উনপঞ্চাশ দশমিক নয় দুই) কোটি টাকা ঋণ বিতরণ বিষয়ক নির্দেশিকা।

পটভূমি: দেশের নারী সমাজকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতায় দেশের নারী জনগোষ্ঠীর জীবনমান ও আর্থসামাজিক উন্নয়নের ধারা গতিশীল করার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপির সংযোজনী-১২ এর অনুচ্ছেদ ১২.১৩.১ এ নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য একটি রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড গঠনের নির্দেশনা রয়েছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের অর্থায়নে গঠিত রিভলভিং ক্যাপিটাল সাপোর্ট ফান্ড এর আওতায় জয়িতা ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/নারী উদ্যোক্তা সমিতির অনুকূলে ঋণ বিতরণের জন্য ৪৯.৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

২.০ জয়িতা ফাউন্ডেশন চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছর হতে বরাদ্দকৃত ৪৯.৯২ কোটি টাকা হতে নারী উদ্যোক্তাদের অনুকূলে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে উদ্যোগ ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব কোন ঋণ কর্মসূচি নেই। তাই অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ ঋণ বিতরণ করা হবে। এ লক্ষ্যে অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং তারা চুক্তি অনুযায়ী ঋণ বিতরণ করবে।

৩.০ জয়িতা ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের ২০ তম সভায় নিম্নোক্ত 'ঋণ বিতরণ নির্দেশিকা' অনুমোদনের জন্য উত্থাপন করা হবে। উক্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী এবং ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিবৃন্দের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করে চুক্তির খসড়া প্রস্তুত করা হবে (এবং তাদের নিকট প্রেরণ করা হবে) । প্রেরিতব্য খসড়ার বিষয়ে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক সম্মতি সাপেক্ষে চুক্তিটি চূড়ান্ত করা হবে এবং পরবর্তীতে চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

নির্দেশিকা

৪.০ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৪.১ **লক্ষ্য:** দেশের নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা।

৪.২ **উদ্দেশ্য:** দেশের নারী সমাজকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/নারী উদ্যোক্তা সমিতির অনুকূলে সহজশর্তে, স্বল্পসুদে এবং স্বল্প সময়ের মধ্যে ঋণ বিতরণের মাধ্যমে তাদের ব্যবসা চালু, সম্প্রসারণ ও টেকসই করা।

৫.০ ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা, ঋণের পরিমাণ, সুদের হার ও মেয়াদ

৫.১ **ঋণ প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতা:** গ্রামীণ এবং প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি বিশেষ করে যারা-

- জয়িতা ফাউন্ডেশনে নিবন্ধিত।
- অগ্রাধিকারভুক্ত এসএমই সাব-সেক্টর এবং ক্লাস্টারের সাথে সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তা (ভ্যালু চেইনের আওতাভুক্ত নারী উদ্যোক্তা)
- পশ্চাদপদ অঞ্চল, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, শারীরিকভাবে অক্ষম নারী উদ্যোক্তা এবং
- দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ট্রেডবডি, এসএমই এসোসিয়েশন, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, নাসিব, নারী উদ্যোক্তা নিয়ে কাজ করে এধরণের সরকারি-বেসরকারি সংস্থাসহ জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সুপারিশকৃত নারী উদ্যোক্তা ইত্যাদি।

৫.২ **ঋণের পরিমাণ:** গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের পরিমাণ হবে ন্যূনতম ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত।

৫.৩ **ঋণের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য:** অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি এর ব্যবসা চালু, পরিচালনার জন্য চলতি মূলধনী ঋণ এবং কিস্তিভিত্তিক ঋণসহ মূলধনী যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং ব্যবসার সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা যাবে। এছাড়া ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/নারী উদ্যোক্তা সমিতির সদস্যদের নিরাপদ যাতায়াত/ রাইড শেয়ারিং এর উদ্দেশ্যে ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৫.৪ **গ্রাহক পর্যায়ে সুদের হার:** গ্রাহক পর্যায়ে ঋণের সুদের হার হবে সর্বোচ্চ ৫%, যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতি (রিডিউসিং ব্যালেন্স) পদ্ধতিতে হিসাবায়ন হবে। ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারী উদ্যোক্তাদের নিকট হতে ৫% হারের অধিক সুদ আদায় করতে পারবে না।

৫.৫ **অংশীদার প্রতিষ্ঠানের জন্য সুদের হার:** আলোচ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে জয়িতা ফাউন্ডেশন অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ১% সুদে তহবিল প্রদান করবে। প্রদত্ত তহবিলের বিপরীতে অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে অব্যবহৃত অর্থের উপর ৫% হারে সুদ আদায় করা হবে।

৫.৬ **গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের মেয়াদ:** গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা হবে সর্বোচ্চ ২ (দুই) বছর, যা ৬ (ছয়) মাসের গ্রেস পিরিয়ডসহ সর্বোচ্চ ১৮ (আঠারো) টি সমান মাসিক কিস্তিতে আদায়/পরিশোধযোগ্য হবে। তবে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্কের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ ২৪ (চব্বিশ) টি সমান মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে।

৫.৭ **অংশীদার ব্যাংক কর্তৃক জয়িতা ফাউন্ডেশনকে তহবিল ফেরত প্রদান:** জয়িতা ফাউন্ডেশন হতে প্রদত্ত তহবিল অংশীদার ব্যাংক/ নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ফাউন্ডেশনকে ফেরত প্রদানের তারিখ জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং অংশীদারি ব্যাংক/ নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আলোচনা করে নির্ধারণ করবে, যা মূল চুক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হবে।

৫.৮ **ঋণ বিতরণ সময়সীমা:** জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্বাক্ষরিত ঋণ চুক্তির ৩ (তিন) মাসের মধ্যে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ব্যাংক সম্ভব সকল উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

৬.০ ঋণের আবেদনপত্র দাখিল, ঋণ গ্রাহক বাছাই, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ, আদায় এবং ঋণ ঝুঁকি

৬.১ **ঋণের জন্য আবেদন:** জয়িতা ফাউন্ডেশনের লক্ষ্যস্থিত (টার্গেটকৃত) নারী উদ্যোক্তারা (অনুচ্ছেদ ৫.১ এ বর্ণিত) ঋণের জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন বরাবর আবেদন করবেন। আবেদনের সময়ে ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট এবং প্রমাণাদিসহ সম্পূর্ণ (কমপ্লিট) আবেদনপত্র দাখিল করবেন। অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র ঋণের জন্য বিবেচনা করা হবে না।

৬.২ **ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ:** জয়িতা ফাউন্ডেশনের নিকট হতে ঋণের আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান অগ্রাধিকারভিত্তিতে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে কোন ডকুমেন্ট ঘাটতি থাকলে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নারী উদ্যোক্তাকে সাথে সাথে অবহিত করবে এবং নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে তা দাখিল/প্রতিপালনের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে। নিবন্ধিত ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি উক্ত সময়সীমার মধ্যে ডকুমেন্ট দাখিল কিংবা শর্ত প্রতিপালন করতে না পারলে, সেক্ষেত্রে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইচ্ছা করলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করে উক্ত আবেদনপত্র নারী উদ্যোক্তাকে ফেরত প্রদান করতে পারবে।

৬.৩ **ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের জন্য সময়সীমা:** সুনির্দিষ্ট কোন কারণ না থাকলে, ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদাকৃত ডকুমেন্টসহ 'সম্পূর্ণ/পরিপূর্ণ ঋণ আবেদনপত্র' ব্যাংকের নিকট দাখিলের সর্বোচ্চ ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর করে গ্রাহকের অনুকূলে বিতরণের জন্য উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। কোন কারনে উক্ত সময়সীমার মধ্যে ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণ করা সম্ভব না হলে, সেক্ষেত্রে ঋণ মঞ্জুরী না হওয়ার কারণ এবং এ বিষয়ে কোন পরামর্শ থাকলে, তা উল্লেখ করে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতিকে বিষয়টি অবহিত করবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি চাইলে, যৌথ সম্মতি মোতাবেক, বর্ণিত সময়সীমা বৃদ্ধি কিংবা পুনরায় আবেদন করতে পারবেন। উল্লেখ্য, ঋণের গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ফাউন্ডেশনের সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তির নির্দেশনা ও শর্তাবলী অনুসরণ করে তাদের নিজস্ব নীতিমালা/ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী ঋণ মঞ্জুর ও বিতরণ করবে।

৬.৪ **ঋণ আদায়ের দায়িত্ব ও ঋণ ঝুঁকি:** ঋণ আদায়ের দায়-দায়িত্ব এবং ঋণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর থাকবে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের এক্ষেত্রে কোন দায় এবং ঋণ ঝুঁকি থাকবে না।

৬.৫ **গ্রুপভিত্তিক ঋণ:** সাধারণভাবে একক (প্রোপাইটরশীপ) ও যৌথ মালিকানাধীন (পার্টনারশীপ) উদ্যোগের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হবে। তবে প্রান্তিক ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তাদের ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে ব্যাংকার-কাস্টমার সম্পর্ক ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রুপভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা যাবে।

৬.৬ **বিশেষ অগ্রাধিকার:** ঋণের গ্রাহক নির্বাচন ও ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে গ্রামীণ ও প্রান্তিক নারী উদ্যোক্তাদের বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে।

৬.৭ **এসোসিয়েশন এর মাধ্যমে ঋণ আবেদন এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা:** আলোচ্য কর্মসূচির ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনগুলোকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সংযুক্ত করা হবে বিধায় নারী উদ্যোক্তারা ইচ্ছা করলে, এসোসিয়েশনের মাধ্যমে ঋণের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এছাড়া এসোসিয়েশনগুলোও ইচ্ছা করলে, তাদের সদস্য নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে- যারা ঋণ গ্রহণে আগ্রহী এবং যোগ্য, তাদের তালিকা জয়িতা ফাউন্ডেশনে প্রেরণ করতে পারবে। এলক্ষ্যে এসোসিয়েশনগুলোতে একজন করে ফোকালপার্সন নিযুক্ত করা হবে-যিনি সময়ে সময়ে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করবেন, ঋণ মঞ্জুরী ও বিতরণের বিষয়টি ফলোআপ করবেন এবং ঋণ আদায়ে সহযোগিতা করবেন।

৭.০ মনিটরিং এন্ড রিপোর্টিং

৭.১ **মনিটরিং:** জয়িতা ফাউন্ডেশন ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম নিয়মিতভাবে মনিটরিং করবে। এছাড়া ঋণ বিতরণ ও আদায়ে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন একজন কর্মকর্তাকে ফোকালপার্সন হিসেবে নিযুক্ত করবে, যিনি ঋণের গ্রাহক বাছাইসহ আদায় পর্যন্ত প্রতিটি পর্যায়ে ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন।

৭.২ **রিপোর্টিং:** ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতি মাসের ঋণ বিতরণ ও আদায় সংক্রান্ত তথ্য ও বিবরণী 'নির্ধারিত ছক' অনুযায়ী (যা উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে প্রস্তুত করা হবে) পরবর্তী মাসের ০৭ (সাত) কর্ম দিবসের মধ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে অনলাইনের মাধ্যমে (সফট কপি) প্রেরণ করবে।

৮.০ ঋণ বিতরণ নিশ্চিতকল্পে জয়িতা ফাউন্ডেশনের পদক্ষেপ

৮.১ আলোচ্য ঋণ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যের সাথে সংগতি রেখে ঋণের সুবিধা যাতে গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের নিবন্ধিত ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি/ মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ প্রাপ্ত হন, সে লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন সম্ভব সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রতিটি জেলায় সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনসহ স্থানীয় প্রশাসন, বাংলাদেশ ব্যাংক, বিসিক, মহিলা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা চেম্বার, নাসিব, নারী উদ্যোক্তা সংগঠন, এনজিও ইত্যাদি নারী উদ্যোক্তা সহয়তাকারী প্রতিষ্ঠানের সহয়তা গ্রহণ করবে।

৮.২ উদ্যোক্তাদের অনুকূলে দ্রুততম সময়ে এবং যথাযথভাবে ঋণ বিতরণ নিশ্চিতকরণ ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশন হতে বিভিন্ন ধরণের সহযোগিতামূলক অ-আর্থিক (নন-ফাইনান্সিয়াল) কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে । যেমন- ঋণ সংযোগকরণ, লিংকেজ, ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি, ওয়ার্কসপ, সেমিনার, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। এছাড়া নারী উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের উপযোগী করার জন্য জয়িতা ফাউন্ডেশন প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করবে।

৮.৩ **ফোকাল ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান শাখা ও কর্মকর্তা নির্ধারণ:** জয়িতা ফাউন্ডেশন অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে আলোচনা করে উদ্যোক্তাদের জন্য সুবিধাজনক এক বা একাধিক শাখা এবং প্রতিটি শাখায় একজন ফোকাল কর্মকর্তা নির্ধারণ করবে। উদ্যোক্তারা ঋণের বিষয়ে ফোকাল কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। এছাড়া প্রতিটি ব্যাংক এবং

নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রধান কার্যালয়ে একজন ফোকাল কর্মকর্তা থাকবেন, যিনি জয়িতা ফাউন্ডেশন, ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা এবং নারী উদ্যোক্তাদের সাথে সমন্বয় করবেন।

৮.৪ **ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি ও ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়:** নারী উদ্যোক্তারা অংশীদার ব্যাংক বা নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কাঙ্খিত সেবা/সহায়তা প্রাপ্ত না হলে কিংবা ঋণের ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে বিলম্ব হলে কিংবা ঋণের বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগ থাকলে নারী উদ্যোক্তাগণ এ বিষয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনকে অবহিত করতে পারবেন। এ লক্ষ্যে জয়িতা ফাউন্ডেশনে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা থাকবেন (ফোকালপার্সন), যার সাথে নারী উদ্যোক্তারা সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। তিনি নারী উদ্যোক্তাদের বিষয়সমূহ ফলো-আপসহ নারী উদ্যোক্তাদের সাথে অংশীদার ব্যাংক/ নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন করবেন। নারী উদ্যোক্তাগণ অনলাইনের মাধ্যমেও ফাউন্ডেশনের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

৯.০ **ব্যাংক ও নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব ও করণীয়:** আলোচ্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান চুক্তির শর্ত ও অগ্রাধিকার মোতাবেক দেশের যেকোন প্রান্ত হতে আবেদনকৃত নারী বিশেষত গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতি বিশেষ করে যারা এখন পর্যন্ত ঋণ প্রাপ্ত হয়নি, তাদেরকে ঋণের আওতায় আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ ও প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে এবং এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে শাখা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করবে। এছাড়া অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে জয়িতা ফাউন্ডেশন ও সংশ্লিষ্ট এসোসিয়েশনকে সময়ে সময়ে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান ও অন্যান্য সহযোগিতা করবে।

১০.০ **বিশেষ শর্ত প্রতিপালন:** আলোচ্য ঋণ কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণের ক্ষেত্রে জয়িতা ফাউন্ডেশন সরকারের যাবতীয় আর্থিক বিধি-বিধান ও অনুশাসনাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করবে।

১১.০ **চুক্তির পরিবর্তন ও সংশোধন:** আলোচ্য কর্মসূচির আওতায় ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সহজ ও ত্বরান্বিত করার জন্য এবং গ্রামীণ ও প্রান্তিক পর্যায়ের ব্যক্তি নারী উদ্যোক্তা/ নারী উদ্যোক্তা সমিতির মধ্যে ঋণ বিতরণ নিশ্চিতকল্পে জয়িতা ফাউন্ডেশন এবং অংশীদার ব্যাংক এবং নন ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান উভয় পক্ষের সম্মতি এবং সে অনুযায়ী ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের অনুমোদন অনুযায়ী নির্দেশিকা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করা হবে।

-সমাপ্ত-